এসো বাংলাদেশ গড়ি

দুর্নীতি দমন কমিশন | স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান | বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন | ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় | খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি মন্ত্রণালয় | বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন | বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন

"এসো বাংলাদেশ গড়ি" রোড শো ও কিছু কথা

আনোয়ার ফারুক মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়
ও আহবায়ক ব্যবস্থাপনা কমিটি "এসো বাংলাদেশ গড়ি" রোড শো

আগামী দিনে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "এসো বাংলাদেশ গড়ি" রোড শো মিডিয়া ক্যাম্পেইন সরকার এ বছরই প্রথম শুরু করে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত এবং সচেতন করার জন্যই সরকারের এ উদ্যোগ। সরকারের পাঁচটি মন্ত্রণালয় ও ৪টি কমিশন কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলটরী কমিশন, পর্যটন কর্পোরেশন এই কর্মসূচীর আয়োজন করে। এতে সহযোগিতা করেন গ্রামীণ ফোন, এবি ব্যাংক, সিটি সেল, একটেল, ওয়ারিদ টেলিকম, বাংলা লিংক, টেলিটক, একমি, অলিম্পিক, প্রাণ জুস, বিএসআরএম, মুনুফ্রুপ, স্কয়ার গ্রুপ, বিকেএমইএ এবং মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিলেন আরটিভি, ভোরের কাগজ ও দি এডিটর।

দেশের বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তনের বিষয়ে জনগণকে অবহিত করা এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ছয়টি বিষয়ে অর্থাৎ খাদ্য নিরাপত্তা গড়তে উৎপাদন বাড়ানো এবং ভাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্যাভ্যাস গড়া, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তোলা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত দেশ গড়া, আইসিটি এবং টেলিযোগাযোগ খাতকে উৎসাহিত করা, পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং কক্সবাজারকে বিশ্বের সপ্তম প্রাকৃতিক আশ্চর্যের মধ্যে শীর্ষস্থানে উন্নীত করতে ভোট দেয়া- এ বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই রোড শোর আয়োজন করা হয়।

আমাদের কৃষি জমির সীমাবদ্ধতার কারণে সীমিত জমিতে অধিক ফসল উৎপাদন সরকারের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। উচ্চ ফলনশীল বীজসহ কৃষির আধুনিক কলা কৌশল প্রয়োগ এবং শস্য নিবিড়তা বাড়িয়ে (Cropping intensity) দেশের শস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। ভাতের উপর চাপ কমানোর জন্য "ভাতের পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্য" গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। গত মৌসুমে দু'বার বন্যা ও সিডরের কারণে শস্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বন্যা ও সিডরের পর সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোমী ভূমিকা ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং দেশের সাহসী কৃষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় বোরো, গম, ভুট্টা, সরিষা ও আলুসহ অন্যান্য ফসলের বাম্পার ফলনের মাধ্যমে আমাদের শস্য ভান্ডার মজবুত হয়।

দুর্নীতি এ দেশের সমাজ, পরিবার এবং ব্যক্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। এ জন্য দরকার সর্বস্তরে সঠিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং জনগণের মধ্যে দুর্নীতি মোকাবিলার জন্য সুদৃঢ় মনোভাব গড়ে তোলা। সামাজিকভাবে আমাদের সকলকে দুর্নীতি ঘৃণা করতে হবে। আমাদের শিশু কিশোরদেরকে দুর্নীতি ঘৃণা করতে শেখাতে হবে। পাশাপাশি সমাজের ভাল মানুষ, সাদা মনের মানুষ আর গুণীজনদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে। দুর্নীতির কাল থাবা থেকে মুক্ত করে জবাবদিহিতা মূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ সকল বক্তব্য নিয়েই ক্যাম্পেইনের অপর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে "আসুন দুর্নীতি প্রতিরোধ করি"।

দেশের অপর বড় সমস্যা হচ্ছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসী কার্যকলাপ শুধু দেশের মানুষকে দুর্ভোগ, অনিশ্চয়তা আর নিরাপত্তাহীনতায় পতিত করছে তা নয়, বরং বহির্বিশ্বের বাজারেও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ সন্ত্রাসমুক্ত একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিত হতে চায়। সন্ত্রাস, জঙ্গি নির্মূল, অপরাধ দমন ও আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সরকারের দৃঢ় মনোভাব ও কার্যকরী পদক্ষেপ দেশকে উন্নয়নে আরেক ধাপ এগিয়ে নিচ্ছে এটাই সর্বসাধারণের বিশ্বাস।

সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব দেশের জন্য বড় সম্পদ। দেশের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। মিডিয়া ক্যাম্পেইন বিশেষ প্রতিপাদ্য "সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব চাই" এ ধরনের বার্তাসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার চেষ্টা করে।

বর্তমান সরকার কর্তৃক পুনঃগঠিত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন দেশ সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে টেলিযোগাযোগ নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আইসিটি এবং টেলিকমিউনিকেশনকে বেকারত্ব দূরীকরণ ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে কমিশন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে সকল যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা সকলের জন্য অনুকরণ যোগ্য। এ খাতের উন্নয়নে সরকারের রাজস্ব আদায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বিটিআরসি বাংলাদেশের জনগণকে বিশ্বের সর্বনিম্ন কল চার্জে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন অভ্যন্তরীন পর্যটনের উন্নয়নসহ পর্যটন শিল্পের বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান করে বেকারত্বহ্রাস ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এই রোড শোতে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের সুযোগ পেয়ে প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারকে ইন্টারনেটে ভোট প্রদানে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করায় এর অবস্থা বর্তমানে চতুর্থ থেকে প্রথম স্থানে উন্নীত হয়েছে। শীর্ষ স্থানে এর অবস্থান ধরে রাখার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইতোমধ্যেই এর উন্নয়নে যে সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা বাস্তবায়ন করে পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

৫০ দিনের রোড শোতে দেশের ২৫টি জেলায় প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক এই রোড শোতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। রোড শো এর অংশ হিসেবে পাঁচ/ ছয় শত স্কুলের প্রায় ৯০ হাজার বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে যাদের মধ্যে আড়াই হাজার শিক্ষার্থীকে মেলা চলাকালে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা সমূহের মধ্যে ছিল ক্যাম্পেইনের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহের উপর রচনা, বিতর্ক, বক্তৃতা আর অংকন প্রতিযোগিতা। ২৫টি জেলার দেড় শত সাদা মনের মানুষ বা গুণীজনকেও পুরস্কৃত করা হয়। রোড শো চলাকালে শিক্ষার্থী ও সাধারণ লোকের মাঝে বিতরণ করা হয় প্রায় এক লক্ষ বলপেন, বিশ হাজার টি শার্ট, বিশ হাজার খাতাসহ আরো অনেক সুভেনিয়র। রোড শো উপলক্ষ্যে তৈরী করা বিশেষ ভিডিও চিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে দেশের প্রায় সবগুলো জেলা, উপজেলায়।

দেশের প্রায় ৫৫টি জেলায় ঘুরে সফলভাবে জনগণকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে উৎসাহিত করতে সমর্থ হয় এই রোড শো। এই রোড শোটি তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষ করে ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্রছাত্রীদের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। ৫০ দিনে প্রায় ৪ হাজার কিলোমিটারেরও বেশী পথ পরিভ্রমণ করে গত ১৩ই জুলাই রোড শোটি ঢাকায় প্রবেশ করে। ১৪ই জুলাই কমলাপুর ষ্টেডিয়াম, ১৫ই জুলাই উত্তরা হাইস্কল মাঠ, ১৬ই জুলাই মীরপুর বাংলা কলেজ মাঠে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৭ই জুলাই ঢাকাতে গাড়ি বহরসহ র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয় এবং একই দিন বিকেলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোর ষ্টেডিয়ামে "এসো বাংলাদেশ গড়ি" ও স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের "ফ্রেশ জেল মুখ সাফাই, দেশ সাফাই" মিডিয়া ক্যাম্পেইনের যৌথ উদ্যোগে "কনসার্ট ফর বাংলাদেশ" শিরোনামে একটি মনোজ্ঞ কনসার্টের আয়োজন করা হয়।

"এসো বাংলাদেশ গড়ি" এ পদক্ষেপ থেকে দেশব্যাপী ৪টি (১) যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আপনি দেখেন তা কিভাবে গড়ে তোলা সম্ভব? (২) খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনে ভাতের পাশাপাশি অন্য কোন খাদ্য কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে? (৩) দুর্নীতির মুল কারণ কি? এবং (৪) কক্সবাজার ও সুন্দরবনকে প্রাকৃতিক সপ্তম আশ্চর্য নির্বাচনে আপনি অংশগ্রহণ করেছেন কি? এসএমএস কুইজ প্রতিযোগিতার আহ্বান করা হয়। এতে প্রায় পাঁচ হাজার এসএমএস পাওয়া যায়। প্রতিযোগীদের মধ্যে হতে লটারীর মাধ্যমে দুই জনকে দুটি মোবাইল সেট এবং দশ জনকে এক হাজার টাকার টক টাইম উপহার দেয়া হয়। একই সময় স্কয়ার টয়লেট্রিজ এর উদ্যোগে ফ্রেশ জেল "মুখ সাফাই, দেশ সাফাই" আইডিয়া জেনারেশন ক্যাম্পেইন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে দেশের সাধারণ মানুষের আইডিয়াগুলো একটি গ্রহণযোগ্য প্লাটফরম এর মাধ্যমে সাধারন মানুষের কাছ থেকে নীতি নির্ধারণী মহলের কাছে পৌছে দেয়াই ছিল সাড়া জাগানো এই ব্যতিক্রমী ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য।

দেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পাঠানো প্রায় সতের হাজার আইডিয়ার মধ্য থেকে একশটি সেরা আইডিয়া নির্বাচন করা হয়- মূলতঃ চিন্তার গভীরতা, নতুনত্ব এবং বাস্তবায়ন যোগ্যতার দিকটি খেয়াল রেখে। আর সেরা দশটি আইডিয়া নির্বাচন করেন একটি গ্রহণ যোগ্য বিচারক প্যানেল। এই সেরা দশ আইডিয়া গ্রহণকারী প্রত্যেককেই মালয়েশিয়া সরকারের অতিথি হিসেবে যাবেন মালয়েশিয়া এবং দেখা করবেন সেখানকার জুনিয়র চেম্বার, তরুণ উদ্যোক্তা এবং নীতিনির্ধারকদের সাথে যাতে সেখানকার অভিজ্ঞতা তারা বাংলাদেশে এসে সবার সাথে শেয়ার করতে পারেন।

আজ ১৯শে জুলাই বিকেল ৪টায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। দীর্ঘ ৫০ দিন ব্যাপী এই মিডিয়া ক্যাম্পেইন আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন উ আহমেদ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা ড. সি এস করিম সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। "এসো বাংলাদেশ গড়ি" কার্য্যক্রমের উপর স্বাগত বক্তব্য রাখবেন কৃষি সচিব জনাব এম আবদুল আজিজ এনডিসি।

"এসো বাংলাদেশ গড়ি" রোড শোটি বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইল ফলক। এই রোড শো এর মাধ্যমে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় বার্তাগুলো তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের নিকট পৌছে দেয়া হয়েছে। সরকার ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় রোড শো এর প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

"এসো বাংলাদেশ গড়ি" রোড শো আয়োজনকারী কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসন ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিআরটিসিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে রোড শো এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই উদ্যোগকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য মিডিয়ার সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।
০৪ শ্রাবণ ১৪১৫
১৯ জুলাই ২০০৮

বাণী

"এসো বাংলাদেশ গড়ি" শীর্ষক দেশব্যাপী 'রোড শো' কার্যক্রমের সফল সমাপ্তিতে আমি এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

দেশের সমসাময়িক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার একটি কৌশল হিসেবে "এসো বাংলাদেশ গড়ি" শ্লোগান নিয়ে 'রোড শো' দেশব্যাপী ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে বলে আমি মনে করি। 'রোড শো' সফল করার জন্য এ কর্মসূচিতে স্থানীয় প্রশাসন, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বস্তরের জনগণ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছে সে জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই । আমি আশা করি এই শ্লোগানের মাধ্যমে প্রেরিত বার্তাগুলো দেশের সকল স্তরের জনগণ সম্যক উপলব্ধি করবে এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখবে।

আমি এ মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

ড. সি এস করিম
উপদেষ্টা
কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশ গড়ায় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে "এসো বাংলাদেশ গড়ি" রোড শো মিডিয়া ক্যাম্পেইনটি আয়োজন করা হয়। এটি একটি সামাজিক আন্দোলনের রুপ নিয়েছে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী মাইল ফলক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মত জাতিগঠনের অগ্রণী ক্ষেত্রগুলোয় তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করার এ মহতী উদ্যোগের সুফল আগামী প্রজন্মকে দেশ গড়ার কাজে আরো উদ্বুদ্ধ করবে। এবছর কৃষকগণের অক্লান্ত শ্রম এবং কৃষিখাতের সকল কর্মীর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় স্মরণাতীতকালের বাম্পার বোরো উৎপাদনসহ আলু, গম, ভুট্টা, সরিষা ইত্যাদি ফসলে আমরা ভালো ফলন পেয়েছি। "এসো বাংলাদেশ গড়ি" ক্যাম্পেইন গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমাদের বীর কৃষকদের এই অবিস্মরণীয় সফলতা। আমরা আশা করি খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের এ উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

এই রোড শো ৫০ দিনে ৫৫ টি জেলায় প্রায় চার হাজার কি.মি পথ পরিভ্রমণ করেছে। এ পথ পরিক্রমায় সর্বস্তরের জনসাধারণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২৫ টি জেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়। এসকল ফলপ্রসূ কার্যক্রম তরুণ প্রজন্মসহ আপামর জনগণের মনে যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে তার প্রভাব চিরকাল অমলীন থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ রোড শো জন অবহিতকরণ প্রক্রিয়ায় যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা সাদরে গ্রহণ করার জন্য সর্বস্তরের জনসাধারণকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।
আগামী দিনের জন্য এটা হতে পারে এ ক্ষেত্রে আমাদের কৌশলের নতুন দিগন্ত।

আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সকলকে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি ও জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় বাস্তবায়িত এ কর্মযজ্ঞের সুদূরপ্রসারী সফলতা আশা করছি।

(ড. সি এস করিম) ০৭/০৭/০৮

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০৪ শ্রাবন ১৪১৫
১৯ জুলাই ২০০৮

বাণী

প্রথমবারের ন্যায় দেশের ২৫টি জেলায় অনুষ্ঠিত ৫০ দিনব্যাপী "এসো বাংলাদেশ গড়ি" শীর্ষক রোড শোর শুভ পরিসমাপ্তিতে আমি আনন্দিত। আমি এই আয়োজনকে সফল করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

আমার বিশ্বাস, দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গঠন, সন্ত্রাস ও মাদককে 'না' বলা, অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন, পর্যটন শিল্পের বিকাশসহ বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টিতে এই কর্মসূচি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে।

আমি আশা করি, দেশের কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র ও যুব সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণ নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সদা সজাগ ও সচেতন থাকবেন।

ফখরুদ্দীন আহমদ

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশে প্রথম বারের মত "এসো বাংলাদেশ গড়ি" রোড শো সমগ্র দেশে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এ আয়োজনে সম্পৃক্ত থাকতে পারায় আমি গর্বিত। পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দূর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া, সন্ত্রাস ও মাদককে না বলা, অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠান, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহজেই সাধারণ মানুষের নিকট পৌছে দিয়ে 'রোড শো' র সফল সমাপ্তি হচ্ছে বলে আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

"এসো বাংলাদেশ গড়ি" শীর্ষক রোড শো ৫৫টি জেলা অতিক্রম করে এবং ২৫ টি জেলায় মেলা করে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছে তাতে আগামী প্রজন্ম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অধিক সচেতন হবে বলে আমি আশা করছি। দেশের আপামর জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষক, ব্যবসায়ী, যুব ও ছাত্র সমাজ এ রোড শো হতে নতুন করে উদ্দীপিত হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। দেশের সকল পেশাজীবী, শ্রমজীবী নাগরিক সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে অবদান রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি জনসচেতনমূলক জন কল্যাণকর এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

এম আবদুল আজিজ এনডিসি

সৌজন্যেঃ
BGMEA
BANGLADESH GARMENT MANUFACTURERS & EXPORTERS ASSOCIATION (BGMEA)
BGMEA Complex, 23/1 Panthapath link Road, Kawran Bazar, Dhaka-1215. Tel : 8115597, 8115751, 8125735, 9144552-3
Fax: 88-02-8113951, 8125739, E-mail: info@bgmea.com , Web portal: www.bangladeshgarments.info, www.bgmea.com